সমকাল

তারিখ 12 APR 2014
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

বিআরটিসির স্কুলবাসে অনীহা অভিভাবকদের

■ বিশেষ প্রতিনিধি

রাজধানীর অসহনীয় যানজট নিরসনের লক্ষ্যে চালু করা হয়েছিল বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন সংস্থার (বিআরটিসি) 'স্কুলবাস সার্ভিস'। অভিভাবকদের অনীহায় চার বছর আগে চালু করা এ বাস সার্ভিস এখন বিআরটিসির জন্য 'গলার কাঁটা'। প্রতিমাসে বিরাট লোকসানের বোঝা চাপছে প্রতিষ্ঠানটির কাঁধে। ১৪টি বাস নিয়ে চালু করা এ সার্ভিসে এখন চলছে মাত্র ৪টি। মিরপুর-১২ নম্বর থেকে আজিমপুর পর্যন্ত স্কুলবাস চলাচল করে। প্রাইভেটকারের দাপটের কারণেও এ সার্ভিস লক্ষ্য অর্জন করতে পারেনি বলে অনেকে বলছেন।

বিআরটিসির পরিচালক (প্রশাসন ও অপারেশন) নিখিল রঞ্জন রায় সমকালকে বলেন, 'স্কুলবাস সার্ভিসে মিরপুর থেকে আজিমপুর পর্যন্ত প্রতি ট্রিপে একটি বাসে জ্বালানি লাগে ১২০০ টাকার মতো। আয় হয় পাঁচশ' থেকে সাড়ে পাঁচশ' টাকা। প্রতি ট্রিপেই ভর্তুকি দিতে হয়। এর সঙ্গে রয়েছে গাড়ি কেনার ঋণ।' তিনি বলেন, 'মূলত অপেক্ষাকৃত সচ্ছল অভিভাবকদের অনাগ্রহেই স্কুলবাস সার্ভিস মার খেয়েছে। তারা সন্তানদের প্রাইভেটকারে করে স্কুলে পাঠাতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন।' মিরপুর-১২ নম্বর সেকশনের বিআরটিসি বাসস্ট্যান্ড থেকে ছেড়ে যাওয়া

১৪টি বাস নিয়ে চালু করা এ সার্ভিসে এখন চলছে মাত্র ৪টি

সকাল ৭টায় প্রথম স্কুলবাসটিতে অফিসগামী যাত্রীরাও অনায়াসে উঠে পড়েন। বিআরটিসির কর্মীরা তাতে বাধা দেন না। ফলে স্কুলবাস সার্ভিস সাধারণ বাস সার্ভিসের মতোই পরিচালিত হচ্ছে।

নিখিল রঞ্জন রায় সমকালকে বলেন, 'স্কুল শিক্ষার্থীদের সঙ্গে তাদের অভিভাবকরা উঠে থাকেন। কেউ নিজ সন্তানকে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে কর্মস্থলে যেতে চাইলে তো তাকে বাধা দেওয়া যায় না।'

২০১০ সালের ১০ নভেম্বর শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক যৌথসভায় রাজধানীতে বিআরটিসির 'স্কুলবাস সার্ভিস' চালুর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। যোগাযোগ মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বিআরটিসি, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ ও ঢাকা ট্রান্সপোর্ট কো-অর্ডিনেশন বোর্ডের প্রতিনিধিরা ওই সভায় অংশ নেন। সভায় রাজধানীর যানজটের জন্য স্কুল শিক্ষার্থীদের ব্যবহার করা প্রাইভেটকারকে দায়ী করা হয়। ওই সভায় আরও সিদ্ধান্ত হয়েছিল: যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব পর্যাপ্ত ফান্ড রয়েছে, নিজস্ব পার্কিং সুবিধা সাপেক্ষে তাদের বাস কিনতে মন্ত্রণালয় থেকে বলা হবে। ছাত্রছাত্রীদের প্রাইভেট কার বা জিপে করে না পাঠিয়ে স্কুলবাসে পাঠানো, ছাত্রছাত্রীদের একেবারে স্কুলের গেটে না নামিয়ে নির্দিষ্ট দূরত্বে নামানো (ড্রপ করা) এবং স্কুল এলাকায় কোনো গাড়ি পার্ক না করার জন্য অভিভাবকদের নির্দেশ দেওয়া হবে। এসব সিদ্ধান্তের কোনোটিই গত চার বছরে বাস্তবায়ন হয়নি।

বিআরটিসির পরিচালক জানান, স্কুলে স্কুলে মোটিভেশন সভা করা হয়েছে। স্কুলবাস সার্ভিসের অগ্রিম টিকিট ছাপিয়ে অধ্যক্ষদের দেওয়া হলেও ফল হয়নি। রাজধানীর আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ ড. শাহান আরা ■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৫

বিআরটিসির

[তৃতীয় পৃষ্ঠার পর]

বেগম বলেন, অভিভাবকদের অনাগ্রহের কারণেই বিআরটিসির স্কুলবাস সার্ভিস নেওয়া সম্ভব হয়নি। তিনি বলেন, সচ্ছল অভিভাবকরা তাদের সন্তানদের প্রাইভেটকারে স্কুলে পাঠিয়ে অধিক নিরাপদবোধ করেন। তারা মনে করেন, কোমলমতি শিশুদের পক্ষে বাসে ওঠানামা করা কষ্টকর। তারা পড়ে গিয়ে ব্যথা পেতে পারে। এ ছাড়া, প্রাইভেটকারে করে বাসা থেকে সরাসরি স্কুল গেটে গিয়ে তারা নামে।

জানা গেছে, রাজধানীর স্কলাস্টিকা এবং আগা খান স্কুল, কোডা, লোডা, ইউডাসহ বেশ কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আগে থেকেই নিজস্ব বাস সার্ভিস চালু করেছে। এসব প্রতিষ্ঠানের একটি স্কুলবাসে অন্তত ৩০ জন শিক্ষার্থী বহন করা হয়। অথচ এই ৩০ জনকে প্রাইভেটকারে চড়িয়ে স্কুলে আনা-নেওয়া করতে গেলে প্রাইভেট গাড়ির অন্তত ১২০টি ট্রিপ দিতে হয়।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, অভিভাবকদের সচেতনতা ও নাগরিক মূল্যবোধ জাগ্রত না হলে সরকারের এই শুভ উদ্যোগ সফল হবে না। রাজধানীর দুঃসহ যানজট নিরসনে প্রত্যেক নাগরিককে নিজ নিজ অবস্থান থেকে যথাযথ ভূমিকা রাখতে হবে।